কুষ্টিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ে প্রশিক্ষণ শেষে ভাতা প্রদান

কুষ্টিয়ায় তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণাথীদের ভাতা প্রদান ও উদ্যোক্তা বাছাই অনুষ্ঠান শেষে ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের তৃণমূল পর্যায়ে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নে নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন প্রকল্পের আওতায় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ৬৫০ জন নারী উদ্যোক্তাকে ২৮লক্ষ ৭৪হাজার ১৫০ টাকা ভাতা প্রদান করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে মিরপুর উপজেলা অডিটোরিয়ামে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন।

এসময় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, নারীর হাতের ছোঁয়া ব্যতিত কোন সংসারেরই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাইতো বর্তমান জনবান্ধব এ সরকার নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে ২০৪১ সালের স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণ নিশ্চিতে নারীদের আয়ের পথও সুগম করতে কাজ করে চলেছেন। এ নারী উদ্যোক্তাদের পরিশ্রমের বদৌলতেই এ তৃণমূলও আগামীতে হয়ে উঠবে স্বনির্ভর বাংলাদেশের প্রতিচ্ছবি।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকার নারীদের উন্নয়নে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করছে আর তা সুন্দরভাবে বাস্তবায়ন করে নারীরা যাতে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারে সেজন্য কাজ করে যাচ্ছে। এখন আর নারীদের বসে থাকার সময় নেই, যেকোনো প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে একজন নারী নিজ পায়ে দাঁড়াতে পারছে এবং অর্থনৈতিকভাবে নিজে স্বাবলম্বী হয়ে পরিবার ও দেশের কাজে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

জাতীয় মহিলা সংস্থা কুষ্টিয়ার চেয়ারম্যান জেবুন নেসা সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন, উপজেলা চেয়ারম্যান ও উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি এ্যাড. আব্দুল হালিম, ভাইস চেয়ারম্যান আবুল কাশেম জোয়ার্দার, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান মর্জিনা খাতুন, মিরপুর উপজেলা মহিলা বিষয়ক অফিসার তমান্নাজ খন্দকার, নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধারণ প্রকল্পের কর্মকর্তা সোহেল রশীদ প্রমুখ।

কুষ্টিয়ায় এসিল্যান্ড পরিচয়ে চাঁদাবাজি, কথিত সাংবাদিক আটক

কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসিল্যান্ড পরিচয়ে ওষুধ ফার্মেসীতে চাঁদাবাজির সময় রাকিব নামে কথিত এক সাংবাদিককে আটক করেছে জনগণ। আটক হওয়া কথিত সাংবাদিক রাকিব পৌরসভার কাজীপাড়া এলাকার সাহেব আলীর ছেলে।

ভুক্তভোগী ফার্মেসী মালিক মিজানুর রহমান জানান, গতকাল মঙ্গলবার বেলা দেড়টার দিকে সাংবাদিক পরিচয়দানকারী রাকিব ও পলাশ তাদের সঙ্গে থাকা অজ্ঞাত ব্যক্তিকে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) পরিচয় দিয়ে ফার্মেসীর কাগজপত্র দেখাতে বলে। এবং তারা ম্যাজিস্ট্রেটকে ম্যানেজ করতে ৫০ হাজার টাকা দাবি করেন। এ সময় তাদের কথাবার্তা সন্দেহজনক হওয়ায় ফার্মেসী মালিক স্থানীয়দের বিষয়টি জানান। এ সময় স্থানীয়রা তাদের ধাওয়া করলে সাংবাদিক পরিচয়দানকারী পলাশ ও ভূয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট পালিয়ে যেতে সক্ষম হলেও রাকিবকে আটক করে জনসাধারণ। পরবর্তীতে কুমারখালী থানা পুলিশ রাকিবকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসেন। বর্তমানে রাকিব থানাহাজতে রয়েছেন।

এ বিষয়ে তিনি কুমারখালী থানায় রাকিব, পলাশ ও ভূয়া নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট অজ্ঞাত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এজাহার দিয়েছেন বলে জানান।

এবিষয়ে কুমারখালী থানার অফিসার ইনচার্জ (তদন্ত) সুকল্যাণ জানান, চাঁদাবাজির করতে গিয়ে জনগণের হাতে আটক খবর পেয়ে রাকিব নামে একজনকে উদ্ধার করে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে। তবে এখনও লিখিত কোনো অভিযোগ পাওয়া যায়নি। অভিযোগ পেলে তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

পদ্মা নদীর ভাঙন পরিদর্শনে এমপি কামারুল আরেফিন

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় দিনদিন পদ্মা নদীর ভাঙন তীব্র আকার ধারণ করছে। আকস্মিকভাবে পদ্মা নদীতে ভাঙন শুরু হয়েছে। ভেঙে পড়ছে নদীর তীরবর্তী এলাকা। হুমকিতে নদী সংলগ্ন বসতভিটা ও ফসলি জমি। পদ্মার তীব্র স্রোতে দিনদিন নতুন নতুন এলাকা ভাঙছে।

ফলে ভেড়ামারা উপজেলার রায়টা বেড়িবাঁধ এখন হুমকির মুখে। ভাঙন থেকে মাত্র ১০০ মিটার দূরে ঝুঁকিতে রয়েছে প্রায় ৩ হাজার পরিবারের বাড়িঘর। অপরদিকে, বার মাইল টিকটিকি পাড়ার সামনে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে কয়েকশ’ একর ফসলি জমি।

মঙ্গলবার কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন ভাঙ্গনকবলিত এলাকা পরিদর্শন করেছেন।

এসময় পানি উন্নয়ন বোর্ড, পশ্চিমাঞ্চল, ফরিদপুর জোনে অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মো. শাহজাহান সিরাজ, কুষ্টিয়া পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান, উপসহকারী প্রকেীশলী শ্রী অসীম কুমার ও মসফিকুর রহমান, ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল মুকুল, উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শামীমুল ইসলাম ছানাসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কামারুল আরেফিন বলেন, দ্রুত ভাঙন রোধে কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা হয়েছে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের কর্মকর্তারাও ভাঙন রোধে পদক্ষেপ নেবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

বাহাদুরপুর ইউনিয়নের রায়টা বেড়িবাঁধের পাশেই রাইটা পাথর ঘাট। ভেড়ামারা থানার একটি অন্যতম সুন্দর্যময় দর্শনীয় স্থান এটি। এখানে রয়েছে পিকনিক স্পট। প্রতিদিন পদ্মায় পানি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই বাঁধের কাছে এসে পানির ধাক্কা লাগছে। পানির স্রোতে ঘুরপাক ও পানির তীব্রতায় রায়টা বেড়িবাঁধ ভাঙতে শুরু করেছ। এই বাঁধ ভেঙে গেলে রায়টা নতুন পাড়া, ফয়জুল্লাপুর এই দুইটি গ্রাম আগে পানিতে ডুবে যাবে। পানিবন্দি হয়ে পড়বে প্রায় ৩ হাজার পরিবারের ঘরবাড়ি।

আষাঢ় মাসে পদ্মায় পানি তুলনামূলক কম হলে ও বন্যার পানি আসা শুরু করেছে। পদ্মায় দেখা দিয়েছে তীব্র ভাঙন। অপরিকল্পিত বালু উত্তোলনের কারণেই পদ্মায় তীব্র ভাঙন দেখা দিয়েছে। যা দেখে স্থানীয় মানুষ হতভম্ব হয়ে পড়েছেন।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারার বার মাইল এলাকায় আবার গতকাল সোমবার (৮ জুলাই) থেকে নতুন করে ভাঙন দেখা দিয়েছে। এরইমধ্যেই নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে প্রায় অর্ধশতাধিক ফসলি জমি।

এলাকাবাসীর বলছেন, ভেড়ামারা বার মাইল এলাকায় পদ্মায় বৈধ বালুমহাল না থাকলেও প্রভাবশালীরা অপরিকল্পিতভাবে নদী থেকে বালু উত্তোলন করেছেন। এর ফলে পানির গতিপথ পরিবর্তন হয়ে নদী ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। ভাঙনের ঝুঁকিতে রয়েছে এসব এলাকার একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, মসজিদ, হাট-বাজার ও রাস্তা-ঘাট।

বাহাদুরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহেল রানা পবন জানান, প্রতি বছর পদ্মায় পানি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রায়টা বেড়িবাঁধে পানির আঘাত হানে। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই এলাকার মানুষ। এবারও তাই হয়েছে। দ্রুত পদক্ষেপ না নিলে বাঁধ ভেঙে পানি ঢুকে বাহাদুরপুর ইউনিয়নের প্রায় অর্ধেক গ্রাম ডুবে যাবে।

এ বিষয়ে পানি উন্নয়ন বোর্ডের কুষ্টিয়ার নির্বাহী প্রকৌশলী রাশিদুর রহমান বলেন, ভাঙনরোধে জরুরিভাবে বালিভর্তি জিও ব্যাগ ফেলা হচ্ছে। ভাঙন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে দ্রুতই কার্যকরী পদক্ষেপ নেয়া হবে।

ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আকাশ কুমার কুন্ডু জানান, এখন যে ভাঙন দেখা দিয়েছে এতে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। আমাদের উদ্যোগ রয়েছে দু-একদিনের মধ্যেই ভাঙন এলাকায় জিও ব্যাগ ফেলা হবে

কুষ্টিয়ায় কবরস্থান থেকে মরদেহ

চুরির অভিযোগ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে একটি কবরস্থান থেকে তিন মাস আগে দাফন করা এক নারীর মরদেহ চুরির অভিযোগ পাওয়া গেছে।

আজ মঙ্গলবার সকালে উপজেলার আমলা ইউনিয়নের কচুবাড়িয়া গ্রামের কবরস্থানের একটি কবর খোড়া দেখতে পান স্থানীয়রা। সেখানে পাওয়া যায়নি দাফন হওয়া নারীর মরদেহ।

কবরটি ছিল ওই এলাকার গার্মেন্টস ব্যবসায়ী রমজান আলীর মায়ের। তিনি বার্ধক্যজনিত কারণে তিন মাস আগে মারা যান।

রমজান আলী জানান, সকালে মায়ের কবর খোড়া দেখে স্থানীয়রা আমাদের খবর দেয়। গিয়ে দেখি কবর খোড়া এবং ভেতরে মায়ের মরদেহ নেই।’

কবর থেকে মরদেহ চুরিঘটনাকে ন্যাক্কারজনক উল্লেখ করে স্থানীয় ইউপি সদস্য মুন্সি মো. মাসুদ রানা জানান, ‘এ ধরনের ঘটনার সঙ্গে যারা জড়িত তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি দেওয়া প্রয়োজন।’

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, ‘ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিস্তারিত পরে জানানো যাবে।’

কুষ্টিয়ার চারজন লেখকের বইয়ের মোড়ক উন্মোচন

কুষ্টিয়ার চারজন লেখকের ৫টি বইয়ের মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে। শনিবার (৬ জুলাই) দুপুরে কুষ্টিয়া শহরের আঞ্জুম কিচেনে এক অনুষ্ঠানে এই বইগুলোর মোড়ক উন্মোচন করা হয়।

বইগুলো হলো নূরুন নাহার ইকবাল এর লেখা উপন্যাস ‘একগুচ্ছ নীলপদ্ম একজন জলপরী এবং গড়াই নদ’ হাসিনা রহমানের জৈবনিক উপন্যাস ‘ফিরে দেখা’ ও ভ্রমণ কাহিনী ‘কাবুলে কুড়ি দিন’, সাফিনা আঞ্জুম

জনীর কাব্যগ্রন্থ ‘ধূপকাঠি’ এবং নাজমুন নাহারের কাব্যগ্রন্থ ‘মায়ার তির’।

প্রথিতযশা সাহিত্য চর্চাকেন্দ্র ‘কাব্যকথা পরিষদ’ এর তত্বাবধানে এই বইয়ের প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ট্রেজারার ড. প্রফেসর সেলিম তোহা।

লেখক ও সংগঠক হাসান টুটুলের সঞ্চালনায় জমকালো এই অনুষ্ঠানে বই, সাহিত্য, ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে মূল্যবান ও বিস্তর আলোচনা করেন রাজশাহী সরকারী কলেজের প্রফেসর হেলালুন নাহার, খ্যাতিমান সাংবাদিক দৈনিক বাংলাদেশ বার্তা পত্রিকার সম্পাদক আবদুর রশীদ চৌধুরী, কবি ও আবৃত্তি শিল্পী আলম আরা জুঁই, কুষ্টিয়া মহিলা কলেজের সহযোগি অধ্যাপক অজয় মৈত্র, সহযোগি অধ্যাপক কবি হাশিম কিয়াম, লেখক মুনশী সাঈদ, ছড়াকার আব্দুল্লাহ সাঈদ, কবি, লেখক ও উপস্থাপক কনক চৌধুরী, বিশিষ্ট আইনজীবি সেলিম খান, তরুণ আলোচক সিদ্দিক প্রামানিক।

বই মানুষকে জাগ্রত করে উল্লেখ করে বই মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বই পড়ার নিয়মিত অভ্যাস থাকলে স্মৃতিশক্তি প্রখর হয় এবং মন প্রফুল্ল থাকে। এই অভ্যাস আমাদের মানসিক অবসাদ ও ক্লান্তি দূর করে এবং মন সংযোগ বাড়িয়ে তোলে। বই-ই ব্যক্তি, পরিবার এবং সমাজের সব অশান্তি, অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলা দূর করার চাবিকাঠি। কাজেই আমাদের বই পড়ার অভ্যাস ফিরিয়ে আনতেই হবে।

বক্তারা আরও বলেন, সাহিত্য হচ্ছে একটি দেশের দর্পনস্বরুপ। সাহিত্য যারা চর্চা করে তারা দেশের জন্য কাজ করে। সাহিত্যকর্ম ব্যক্তিকে মার্জিত করে তোলে। সৃজনশীল সাহিত্য মননশীল মানুষ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়ার হাতিয়ার। তাই সভ্যতার বিকাশ ও সমৃদ্ধ দেশ গড়তে সৃষ্টিশীল মানুষকে সম্মান করতে হবে এবং তাদের সৃষ্ট সাহিত্যকর্ম মানুষের সামনে তুলে ধরতে হবে।

অনুষ্ঠনকে প্রাণবন্ত করতে প্রফেসর হেলালুন নাহার, সাফিনা আঞ্জুম জনী, সাকিলা দোলা, আছমা আক্তার মিরু, তুলিকা বিশ্বাস, হোসনে আরা জামান, শাম্মী সুলতানা, মহুয়া সাদিয়া ফারজানা কন্ঠে কবিতা আবৃত্তি করা হয়।

মনোমুগ্ধকর সঙ্গীত পরিবেশন করেন সাব্বির কোরাইশি, অরণ্য ইকবাল

এবং সিয়াম।

ধানের জাত না চেনায় কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে মিল মালিকদের চিঠি

ধানের জাত ঠিকমতো না চেনায় কুষ্টিয়ার খাজানগরের চালকল মালিকরা ধানের জাত ও জাতের নমুনা চেয়ে কুষ্টিয়া কৃষি বিপণন অধিদপ্তরে চিঠি দিয়েছে কুষ্টিয়ার অটো রাইস মিল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন।

গতকাল রোববার (৩০ জুন) কুষ্টিয়ার সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তার দপ্তরে এ চিঠি দেওয়া হয়।

চিঠিতে অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে সভাপতি ওমর ফারুক উল্লেখ করেন, চালের বস্তার গায়ে ধানের জাত লিখতে গিয়ে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রাইস মিল (চালকল) মালিকদের। এজন্য সরকারের তালিকাভুক্ত ধানের জাতের নাম ও নমুনা সরবরাহের দাবি জানিয়েছেন তিনি।

ওমর ফারুক জানান, সরকার বলছে, মিনিকেট বলে কোনো ধান নেই। কিন্তু আমরা এ নামে ধান কিনছি কৃষকদের কাছ থেকে। তাহলে ওই ধানের ক্ষেত্রে বস্তায় কি লিখব, তা জানার জন্যই এ চিঠি দেওয়া হয়েছে।

গত ১৪ এপ্রিল থেকে চালের বস্তায় ধানের জাত, মিলের ঠিকানা ও দাম লেখা বাধ্যতামূলক করা হলেও এখনও হাট-বাজার ও আড়তে কার্যকর হয়নি সরকারি সেই নির্দেশনা। বিক্রেতারা বলছেন, মিল মালিকদের কাছ থেকে নির্দেশনাযুক্ত চালের বস্তা হাতে পাননি তারা।

কুষ্টিয়ার সিনিয়র কৃষি বিপণন কর্মকর্তা সুজাত হোসেন খান জানান, অন্য জাতের ধান থেকে মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করে লাভবান হন মিল মালিকরা। তাই তারা এসব চিঠি দিচ্ছেন। চিঠিটি ঊর্ধ্বতন মহলে পাঠানো হয়েছে। নির্দেশনা এলে, তা বাস্তবায়ন করা হবে।

জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা জানান, সরকার অনুমোদিত জাতের ধান ছাড়া অন্য নামে যেমন মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করার সুযোগ নেই। করতে দেওয়া হবে না।

কুষ্টিয়ার খাজানগরে ৫০টির মতো অটোমেটিক রাইস মিল থেকে সারাদেশের সরু চালের সিংহভাগ সরবরাহ করা হয়। ধানের জাত যেটাই হোক, এখান থেকে মিনিকেট নামের চালই বেশি সরবরাহ হয়ে থাকে। মিনিকেট চালের চাহিদা বেশি থাকায় বাজার চড়ে যায়। এ কারণেই সরকার সিদ্ধান্ত নিয়ে পরিপত্র জারি করেছে যে চালের বস্তার গায়ে ধানের জাতের নাম ও চালের দাম লিখে দিতে হবে। আড়াই মাসের বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও অধিকাংশ মিল মালিক বস্তার গায়ে এসব তথ্য লিখছেন না।

অপরদিকে কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, কুষ্টিয়ার বেশিরভাগ কৃষকই তাদের ধানের জাতের নাম উল্লেখ করেই বিক্রি করেন। এছাড়া কৃষি বিভাগও ধানের জাত উল্লেখ করেই বীজ বিতরণ ও প্রণোদনা দিয়ে থাকে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের রিপোর্ট অনুযায়ী উৎপাদিত ধানের জাত উল্লেখ থাকে। তবে মিলাররা এসব ধানকে সরু করে মিনিকেট বলে বিক্রি করেন। জাত উল্লেখ করে বিক্রি করলে মিলারদের মিনিকেটের ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে তারা এমনটা করছেন।

এছাড়া অদৃশ্য কারণেই কুষ্টিয়ার চালকল মালিকরা প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে দিনের পর দিন মিনিকেট নামে চাল বাজারজাত করে আসছেন। এর মধ্যে জাত না চেনার এ চিঠি তথ্য গোপন করে মিনিকেট বাজারজাত ও সরকারি নির্দেশনা অমান্যের জন্য কালক্ষেপণ মাত্র-এমনটাই মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে বজ্রপাতে কিশোরের মৃত্যু

কুষ্টিয়ার মিরপুরে ঘাস কাটতে গিয়ে বজ্রপাতে কোহাজ্জেল হোসেন (১৫)নামের এক কিশোরের মৃত্যু হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত কিশোর কোহাজ্জেল হোসেন মিরপুর উপজেলার মালিহাদ ইউনিয়নের ফুলবাড়ী গ্রামে গ্রামের রুহুল আমিনের ছেলে।

মালিহাদ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আকরাম হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত

করে জানান, আজ শনিবার বিকেলের দিকে বাড়ির পাশের মাঠে ঘাস কাটতে যায় কোহাজ্জেল। এ সময় বৃষ্টির সঙ্গে বজ্রপাত হলে সে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। কোহাজ্জেল গত বছর এসএসসি পরীক্ষা দিয়েছিল।

মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, বজ্রপাতে একজনের মৃত্যুর খবর তিনি শুনেছেন। ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ার মিরপুরে কেয়ারটেকারের মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার মিরপুরে মনির হোসেন মনি (৮০) নামে এক বৃদ্ধ কেয়ারটেকারের মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ শনিবার (২৯ জুন) দুপুরে উপজেলার বিজনগর গ্রাম থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। মরদেহের হাত এবং পা পোড়ানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে।

নিহত বৃদ্ধের নাম মনির হোসেন মনি ওই এলাকার মৃত আকুব্বরের ছেলে এবং স্থানীয় আব্দুর রাজ্জাক মিঠুর বাড়ির কেয়ারটেকার হিসেবে দায়িত্ব পালন করতেন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পাঁচ বছরের বেশি সময় ধরে এই বাড়ীর কেয়ারটেকার হিসেবে কাজ করেন তিনি। একাই থাকতেন ওই ঘরে।

স্থানীয়দের বরাত দিয়ে মিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোস্তফা হাবিবুল্লাহ জানান, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার বিজনগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকেন। তার বাড়িতে দীর্ঘদিন ধরে কেয়ারটেকার হিসেবে দেখাশোনা করতেন বৃদ্ধ মনি। ওই বাড়ির বাইরের একটি ঘরে তিনি থাকতেন।

আজ শনিবার দুপুরে স্থানীয়রা মনিকে দেখতে না পেয়ে জানালা দিয়ে ঘরের ভেতর ঢুকে বিছানা মনিরের রক্তাক্ত মরদেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। খবর পেয়ে পুলিশ মরদেহ উদ্ধার করে মর্গে পাঠায়।

ওসি মোস্তফা হাবিবুল্লাহ আরও বলেন, প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে এটি একটি পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। নিহতের হাত ও পা পোড়ানো ছিল এবং মাথায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কারা এবং কি কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে সেসব বিষয় জানার জন্য কাজ করছে পুলিশ। মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ট্রেন থেকে এক কেজি হিরোইন জব্দ

কুষ্টিয়ার মিরপুরে এবার ট্রেনে অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন এক কেজি হিরোইন জব্দ করেছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (৪৭বিজিবি) সদস্যরা। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায় নি।

বৃহস্পতিবার সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে কুষ্টিয়া (৪৭ বিজিবি) ব্যাটালিয়ন অধিনায়ক লেফটন্যান্ট কর্নেল মাহবুব মোর্শেদ রহমান পিএসসি এ তথ্য জানিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, চাঁপাইনবাবগঞ্জ হতে খুলনাগামী মহানন্দা এক্সপ্রেস ট্রেনে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়নের (৪৭ বিজিবি) অধিনায়কের সার্বিক নির্দশনায় ব্যাটালিয়ন সদরের বিশেষ টহল দল মাদক ও চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালায়। এ সময় মালিকবিহীন ভারতীয় এক কেজি গ্রাম হেরোইন জব্দ করা হয়। এ ব্যাপারে পোড়াদহ রেলওয়ে (জিআরপি) থানায় সাধারণ ডায়েরি করার কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

এর আগে ৩০ মে কুষ্টিয়ায় ট্রেনের মধ্যে থেকে ২ কেজি ৫শ গ্রাম কোকেন জব্দ করে বিজিবি সদস্যরা। রাজশাহী থেকে খুলনাগামী কপোতাক্ষ এক্সপ্রেস ট্রেনে কুষ্টিয়া ব্যাটালিয়ন (৪৭ বিজিবি) সদরের বিশেষ টহল দল মাদক ও চোরাচালান বিরাধী অভিযান পরিচালনা করে মালিকবিহীন অবস্থায় ভারতীয় এ কোকেন জব্দ করে।

জিয়াউর রহমানকে হত্যার স্বীকার হতে হয়েছিল: হানিফ

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুবউল আলম হানিফ এমপি বলেছেন, বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে হত্যার স্বীকার হতে হয়েছিল, এটা সাধারণ মৃত্যু ছিল না। জিয়াউর রহমান মারা যাওয়ার সময়ে বিএনপি রাষ্ট্রক্ষমতায় ছিল। দুইবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থেকেও বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের হত্যার বিচার করতে পারেননি তারা। এখন বিএনপির নেতারা বলছেন তাকে পরিকল্পতভাবে হত্যা করা হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (২৭ জুন) দুপুরে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে ‘জেলা রিপোর্ট প্রকাশনা’ অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের তিনি এসব কথা বলেন।

জিয়াউর রহমানের স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থেকেও কেন তার স্বামীর হত্যার বিচার করতে পারেননি এটা আমার প্রশ্ন। বেগম খালেদা জিয়া অসুস্থ হয়ে চিকিৎসাধীন আছেন, সুস্থ হয়ে আবারও তাকে রাজনীতির মাঠে ফিরে আসার আহবান জানান হানিফ।

হানিফ ভারত প্রসঙ্গে বলেন, ভারতকে কী বেশি দেওয়া হয়েছে, সেটা বিএনপি ক্যাটাগরি ঠিক করে স্পষ্টভাবে যদি বলত তাহলে তা বোঝা সহজ হতো। কিন্তু বিএনপি মিথ্যা রাজনীতি ও স্ট্যান্ডবাজি করে টিকে থাকতে চায়। বিএনপিকে এসব অযৌক্তিক কথাবার্তা না বলার আহবান জানান তিনি।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. এহেতেশাম রেজা, কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সদর উপজেলা চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা সহ সরকারী বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।